http://eelm.weebly.com

কবরের আযাব ও সাওয়াব সংক্রান্ত কতিপয় শিক্ষামূলক ঘটনা

কবরের আযাব ও সাওয়াব সংক্রান্ত কতিপয় শিক্ষামূলক ঘটনা

1-6 পর্ব

www.islamijindegi.com

হে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিরা শিক্ষা গ্রহণ কর (১ম পর্ব)

(কবরের আযাব ও সাওয়াব সংক্রান্ত কতিপয় শিক্ষামূলক ঘটনা)

প্রথম পর্বঃ

আসসালামু আলাইকুম। সম্মানিত আলেম ও লেখক শাইখ মুহাম্মাদ ইকবাল কীলানী (হাফেজাহুল্লাহ) তাঁর কবরের বর্ণনা বইয়ে অত্যন্ত শিক্ষণীয় এবং ঈমান বৃদ্ধি করার মত অসাধারণ কিছু ঘটনা বর্ণনা করেছেন যা আপনাদের জন্য ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরব, ইন শা আল্লাহ্।

কবরের আযাব সাওয়াব সংক্রান্ত ভুরি ভুরি খবর সংবাদপত্রের পাতায় ছাপা হয়, বা লোক মুখে শোনা যায়। এ ধরণের ঘটনাবলী বিশ্বাস বা অবিশ্বাস করা যেহেতু কষ্টকর হয়ে যায়, তাই তা লেখার ব্যাপারেও আমি চিন্তা করেছিলাম, এমনি মুহূর্তে সহীহ বুখারীতে আনাস বিন মালিক রাঃ থেকে বর্ণিত একটি ঘটনা আমার চোখে পড়ল, যার মাধ্যমে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হল যে, স্বাভাবিকতা বহির্ভূত কোন ঘটনা মোটামুটি অসম্ভব, হয়ত বা মানুষের প্রতি অনুগ্রহকারী মহান সত্ত্বা এ ধরণের ঘটনাবলীর মাধ্যমে সুস্থ আত্মার অধিকারীদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করতে চান। নিম্নলিখিত ঘটনাবলী এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পেশ করা যাচ্ছে, হয়তবা তা পাঠে সৌভাগ্যবানরা এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে। তবে এ সমস্ত ঘটনাবলীর শুদ্ধতা বা অশুদ্ধতা নির্ভর করবে ঐ সমস্ত পত্র-পত্রিকা বা বর্ণনাকারীদের উপর যার রেফারেন্স সাথে দেওয়া হয়েছে।

১- নবী যুগের ঘটনাবলীঃ

আব্বাস রাঃ থেকে বর্ণিত, এক খৃষ্টান মুসলমান হয়ে সূরা বাক্বারা ও সূরা আলে ইমরান মুখস্ত করেছে, সে ওহীর লেখকও ছিল(যাদের উপর কুরআন লেখার দায়িত্ব ছিল) পরিশেষে সে মুরতাদ হয়ে গেল, আর বলতে লাগল যে,মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তো কিছুই জানে না, আমি আমি তাকে যা কিছু লিখে দিয়েছে সে তাই বলে। যখন তাঁর মৃত্যু হল তখন খৃষ্টানরা তাকে দাফন করল, সকালে এসে লোকেরা দেখল যে সে কবরের বাহিরে পড়ে আছে। খৃষ্টানরা বললঃ এটা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং তাঁর সাথীদের কাজ। কেননা সে তাদের দ্বীন ত্যাগ করে এসেছিল, তাই তাঁরা তাঁর কবর খুঁড়ে তাঁর লাশ বের করে রেখেছে। পরের দিন খৃষ্টানরা নতুন করে, আরো গভীরভাবে কবর খুঁড়ে তাকে দাফন করল, কিন্তু সকালে এসে লোকেরা দেখল যে, তাঁর লাশ আবারো কবরের বাহিরে পড়ে আছে। খৃষ্টানরা আবারো বললঃ এটা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং তাঁর সাথীদের কাজ। কেননা সে তাদের দ্বীন ত্যাগ করে এসেছিল, তাই তাঁরা তাঁর কবর খুঁড়ে তাঁর লাশ বের করে রেখেছে। পরের দিন খৃষ্টানরা নতুন করে, আরো বেশী গভীর করে কবর খুঁড়ে তাকে দাফন করল, কিন্তু সকালে এসে লোকেরা দেখল যে, তাঁর লাশ আবারো কবরের বাহিরে পড়ে আছে। তখন খৃষ্টানদের দৃঢ় বিশ্বাস হল যে এটা মুসলমানদের কাজ নয়, এরপর তাঁরা ঐ লাশকে ঐ ভাবে ফেলে রাখল।

সূত্রঃ বুখারী কিতাবুল মানাপকেব, বাবু আলামাতিন্নাবুয়্যা ফীল ইসলাম।

হে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিরা শিক্ষা গ্রহণ কর (২য় পর্ব)

দ্বিতীয় পর্বঃ

২- কবরের বিচ্ছুঃ

বিশ্ব যুদ্ধের সময় পরাশক্তিধরদের হিন্দুস্তানে আক্রমণ করার সময় ইংরেজ বাহিনীকে সিঙ্গাপুর ও বার্মায় অস্ত্র রাখতে হয়েছিল, অস্ত্র রাখার সময় ইংরেজ জেনারেল সৈন্যদেরকে অনুমতি দিল যে, যে সৈন্য পলায়ন করে জান বাঁচাতে পারবে সে যেন তাঁর জান বাঁচায়, সৈন্যদের এক মেজর তোফায়েল তাঁর এক সাথী মেজর নেহাল সিং এর সাথে ভেগে গেল। মেজর তোফায়েল বর্ণনা করেন যে, আমরা উভয়ে এক অন্ধকার রাতে ঘোড়ায় চরে বের হলাম এবং বার্মার রণাঙ্গনে ধরে ঘোড়া হাকালাম, বার্মা ঘন, জনবহুল, অন্ধকার, ভয়ানক জঙ্গলবিশিষ্ট এলাকা, যা অতিক্রম করা অত্যন্ত দুরূহ কাজ ছিল। যাই হোক, আমরা অনুমানের ভিত্তিতে হিন্দুস্তানের জেলা আসাম মুখি হলাম, যেখানে জাপানীদের আক্রমণ থাকা সত্ত্বেও ইংরেজরা প্রাধান্য বিস্তার করছিল।

পরামর্শের ভিত্তিতে রাস্তা অতিক্রম করতে থাকলাম, এর মধ্যে কত রাত অতিক্রান্ত হয়েছে তাঁর কোন হিসেব আমাদের কাছে ছিলনা, পানাহার সামগ্রী শেষ হয়ে আসছিল। জঙ্গল ও নদ-নদীর উপর দিয়ে অতিক্রম করছিলাম, কোন কোন সময় ভয়ংকর সাপ-বিচ্ছুর মুখামুখিও হতে হয়েছে, অত্যন্ত সতর্কতার সাথে পথ চলছি। একদিন সামনে এক খালি জায়গায় একটি কবরস্থান চোখে পড়ল, প্রায় ২৫-৩০ টি কবর হবে সেখানে, এক কবরে মৃতের প্রায় অর্ধেক দেহ কবরের বাহিরে পড়েছিল। পচা গলা অবস্থায় ছিল, লাশের উপর ছোট একটি বিচ্ছু তাকে বারবার দংশন করছিল, আর লাশ খুব ভয়ংকর ভাবে চিল্লাচ্ছিল, কোন জীবিত মানুষকে যেমন কোন বিচ্ছু দংশন করলে তাঁর বিষাক্ততাঁর ফলে সে কাঁদত তা এমন মনে হচ্ছিল, যা জীবিত অন্যান্য মানুষ ও প্রাণীকে বেহুঁশ করে দিতে যথেষ্ট ছিল। সত্যিই এ এক ভয়ানক দৃশ্য ছিল। মেজর নেহাল সিং আমার বাধা সত্ত্বেও বিচ্ছুটিকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ল, এতে একটি অগ্নিশিখা বিচ্ছুরিত হল বটে, কিন্তু বিচ্ছুর কিছুই হয় না। নেহাল সিং আবারো গুলি করার প্রস্তুতি নিল, আমি তাকে কঠোরভাবে বাধা দিলাম এবং তাঁর পথে তাকে চলতে বললাম, কিন্তু সে আমার কথাইয় কর্ণপাত না করে কবরস্থানের এক মৃতকে বাঁচাতে গিয়ে বিচ্ছুকে আবার গুলি করল। আবারো একটি অগ্নিশিখা বিচ্ছুরিত হল বটে কিন্তু বিচ্ছুর কিছুই হল না। বরং বিচ্ছু তখন লাশকে ছেড়ে আমাদের দিকে ছুটে আসতে লাগল, আমি তখন নেহাল সিং-কে বললাম বিচ্ছু ও লাশ ছেড়ে এখান থেকে ভাগ, বিচ্ছু আমাদের দিকে এগিয়ে আসা আশঙ্কামুক্ত নয়। আমরা ঘোড়া চালাতে শুরু করলাম, কিছু দূর যাওয়ার পর পিছনে তাকিয়ে দেখছি যে ঐ বিচ্ছুটি আমাদের পিছনে পিছনে খুব দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। আমরা ঘোড়াকে আরো দ্রুর চালাতে শুরু করলাম। কয়েক মেইল চলার পর এক নদী সামনে পড়ল, যা খুবই গভীর মনে হচ্ছিল। আমরা একটু থেমে চিন্তা করতে লাগলাম যে, নদীতে ঘোড়া নিক্ষেপ করব, না নদীর তীর ধরে চলে চলে কোন রাস্তা খুঁজব, কিন্তু কোন ফাতসালা করার পূর্বেই ঐ বিচ্ছু আমাদের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল, আমরা লক্ষ্য করছিলাম যে আমরা সশস্ত্র হওয়া সত্ত্বেও এ বিচ্ছুটি আমাদেরকে

আতংকিত করে তুলেছিল এমনকি আমাদের ঘোড়াও লাফাচ্ছিল যেন সেও ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত ছিল। বিচ্ছু নিহাল

সিং এর দিকে এগোচ্ছিল। নেহাল সিং ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে ঘোড়া নিয়ে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। আর তাঁর পিছে পিছে বিচ্ছুও নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। আল্লাহ্‌ ভালো জানেন বিচ্ছুটি তাঁর শরীরের কোন অংশে কেটে ছিল যার ফলে ঘোড়াও এ অস্বাভাবিক আঘাতের ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত ছিল। ঘোড়াটি কাঁপতে শুরু করল। নেহাল সিং ভয়ানকভাবে চিৎকার করে আমাকে ডাকতে লাগল যে তোফায়েল আমি ডুবে যাচ্ছি, জ্বলে যাচ্ছি, আমাকে বিচ্ছু থেকে বাঁচাও!!!! বাঁচাও!!!!!

আমিও তখন ঘোড়া নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লাম এবং বাম হাত তাঁর দিকে বাড়ালাম, সে তখন আমাকে খুব শক্ত করে ধরে নিল, আমার মনে হচ্ছিল যে এটা নদীর স্বাভাবিক পানি নয়, বরং কোন বিষাক্ত পানি, যা শুধু আমার হাতই নয় বরং সমস্ত শরীর জ্বালিয়ে দিবে। আমি তখন আমার অস্ত্র বের করে আমার বাম হাত কেটে ফেলে নিজেকে রক্ষা করে দ্রুত নদীর তীর ধরে চলতে শুরু করলাম। মেজর নেহাল সিং আমাকে চিৎকার করে ডাকতে লাগল, আর পানিতে ডুবতে লাগল। নদীর বড় বড় ঢেউ তাকে গ্রাস করতে লাগল। এ হল আল্লাহর শাস্তি .... বিচ্ছু নিজের কাজ করে চলে যাচ্ছিল, আমার সামনে আসে নাই। আল্লাহর সৈন্যদের মধ্যে সে একাই এক গাইবী সৈন্যের মত। সে আমার কোন ক্ষতি করে নি। যে দিক থেকে এসেছিল সে দিকেই চলে গেল।

সূত্রঃ কবর কা বিচ্ছু উর্দূ ডাইজেস্ট এপ্রিল ১৯৯২।

তৃতীয় পর্বঃ ৩-বাঁকা কবরঃ

গতকাল এক পুলিশ অফিসারকে কবরস্থ করার সময় তাঁর কবর বাঁকা হয়ে যাচ্ছিল। যখন পুনরায় নতুন কবর খনন করা হল তখনও টা বাঁকা হয়ে যাচ্ছিল। এতে লোকেরা মনে করল যে, কবর খননকারীদেরও হয়তোবা কোন ত্রুটি আছে। কিন্তু যখন এক এক করে পাঁচটি কবর খনন করা হল এবং বারবার তা বাঁকা হয়ে যেতে লাগল, তখন জানাজায় অংশগ্রহণকারী লোকেরা সম্মিলিতভাবে মৃত ব্যক্তির জন্য মাগফিরাত কামনা করল এবং পঞ্চম বারে লোকেরা জোরপূর্বক তাকে কবরস্থ করল। কিন্তু কবর প্রথম বারের ন্যায়ই বাঁকা হয়ে গেল। এ ঘটনা রাওয়ালপেন্ডির প্রসিদ্ধ কবরস্থান আতরা মারালে ঘটেছে।

সূত্রঃ রোজ নামা জনগ, লাহোর, ১৭ ডিসেম্বর ১৯৯১, ২৮ জমাদিউল আওয়াল ১৪১১ হিজরী সোমবার

৪-কবরে সাপ ও বিচ্ছুঃ

নারাং মান্ডি শইখুপুরা জেলার উপকণ্ঠে কসবে জিসিং নামক স্থানে দুই গ্রুপের মাঝে ফায়ারিং হয়। এতে তিন ব্যক্তি নিহত হয়েছে, এদের মধ্যে একজনকে তাঁর উত্তরসূরিরা বাক্স বন্দী করে দাফন করার জন্য নিয়ে এসেছে, কবর খননের পর বাক্সের ভিতর থেকে সাপ বিচ্ছু বেরিয়ে আসছিল, এ দেখে উত্তরসূরিরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে দূর থেকে তাঁর কবরে মাটি নিক্ষেপ করেছে এবং বাক্সটি ফেরত নিয়েছে।

সূত্রঃ রোজ নামায়ে ওয়াক্ত, লাহোর, ৯ আগস্ট ২০০০ ইং

৫-কবরের কম্পনঃ

গুজরা নাওয়ালার উপকণ্ঠে কাসবা খিয়ালীর কবরস্থানে দাফনকৃত এক মহিলার কবরের কম্পন এলাকায় ভয় সৃষ্টি করেছে। বর্ণনা অনুযায়ী মহিলাকে যখন কবরস্থ করা হয়, তখন ওখানকার লোকেরা অনুভব করেছিল যে, মৃত মহিলার কবর কাঁপছে, কোন কোন লোক কবরের সাথে কান লাগিয়ে আওয়াজ শুনছিল, তারা কবর থেকে ঠক ঠক শব্দ এবং ধমকের আওয়াজ পাচ্ছিল, তখন কোন প্রসিদ্ধ আলেমের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি মৃত মহিলাকে অন্য কোন স্থানে দাফনের জন্য পরামর্শ দিলেন। এর উপর ভিত্তি করে লোকেরা ঐ আলেমের উপস্থিতিতে মৃত মহিলার কবর খনন করে। কবরের উপর থেকে আচ্ছাদন সরানো মাত্রই কবর খননকারীরা কবরের ভিতর থেকে আশ্চর্য ধরণের পচা বমির গন্ধ পেয়ে পুনরায় বন্ধ করে দিল এবং মৃত মহিলার জন্য মাগফেরাত কাফনা করে দোয়া করল, এতে আস্তে আস্তে কবরের কম্পন বন্ধ হল।

সূত্রঃ রোজ নামায়ে ওয়াক্ত, লাহোর, ২৩ জুন ১৯৯৩ ইং

বিঃদ্রঃ প্রথম পর্বেই বলে দেওয়া হয়েছে যে, লেখক শাইখ ইকবাল কিলানী বলেছেন যে, এই ঘটনাগুলোর সত্যতা উৎসগুলোর উপর নির্ভর করবে। আর আল্লাহ্ মানুষকে শিক্ষা গ্রহণের জন্য এমন অলৌকিক কিছু দেখাতেও পারেন যেন মানুষ শিক্ষা গ্রহণ করে। শিক্ষা গ্রহণ করাই লেখক ও আমাদের মূল উদ্দেশ্য।

হে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিরা শিক্ষা গ্রহণ কর (চতুর্থ পর্ব)

চতুর্থ পর্বঃ

৬-সাপ সাপঃ

এক জমিদার লোকের উত্তরসূরি পৈত্রিক সূত্রে বিরাট সম্পদের মালিক হয়। আল্লাহর পথে ধন সম্পদ খরচ করতে সে খুব কুন্ঠিত ছিল। যদি কেউ তাঁর কাছে কোন মসজিদ, মাদরাসা, এতীম, বিধবার ব্যাপারে কোন সাহায্য চাইত তখন তাঁর চেহারা মলিন হয়ে যেত, আমি (লেখক-ইকবাল কীলানী) সর্বশেষ ১৯৬৮ ইং সালে বেহুঁশ অবস্থায় লাহোরের এক হাসপাতালের মর্গে তাকে অত্যন্ত মুমূর্ষু অবস্থায় দেখেছিলাম, তাঁর নাড়িভুঁড়ি আসছিল, থেমে থেমে নিঃশ্বাস ত্যাগ করছিল, চক্ষুসমূহ পাথরের মত হয়ে গিয়েছিল, ডাক্তার সামনেই দাঁড়িয়ে তাঁর মৃত্যুর সার্টিফিকেট দেয়ার জন্য অপেক্ষা করছিল, হঠাৎ করে তাঁর শরীর কাঁপতে শুরু করল, তাঁর চেহারায় ভয়ের নিদর্শন ফুটে উঠল। পশমগুলো দাঁড়িয়ে গেল, শরীর থেকে ঘাম ঝরছিল, ঠোঁটসমূহ কাঁপছিল, সমস্ত লোকেরা শুনছিল যে, সে ভীত স্বরে সাপ সাপ বলে তা থেকে বাচার উদ্দেশ্যে হাত পা নাড়াচ্ছিল। আমি তা দেখে ভীত হয়ে

গেলাম এবং ডাক্তার সাহেবকে জিজ্ঞেস করলাম যে, চিকিৎসা শাস্ত্রের আলোকে তাঁর সর্বশেষ নড়াচড়াকে কি বলবেন? ডাক্তার সাহেব পেরেশান হয়ে বললেন যে আমার জন্য এ দৃশ্য চিকিৎসা ক্ষেত্রে এক আশ্চর্য ঘটনা, এ নড়াচড়া এবং সাপ সাপ বলে চিৎকার করা এক মৃত ব্যক্তির মুখ দিয়ে বের হচ্ছিল, যে বেহুঁশ অবস্থায় না কোন কথা বলতে পারছিল না কোন প্রকার নড়াচড়া করতে পারছিল।

সূত্রঃ দৌলত সে মুহাব্বাত কা আনযাম, মোহাম্মাদ আকরাম রানজাহাফত রোযাহ আল এতেসাম, লাহোর, সেপ্টেম্বর ১৯৯৯ ইং।

(আমাদের সমাজে এমন অনেক ধনী ভাই ও বোন আছেন যাদেরকে আল্লাহ্ তা' আলা অনেক ধন সম্পদ দিয়েছেন কিন্তু তারা দান করতে অনিহা প্রকাশ করে, কৃপণতা করে। আশা করি আপনারা শিক্ষা গ্রহণ করবেন।)

এগুলো কতিপয় ঘটনা কবরের আযাব সম্পর্কে বর্ণনা করা হল, ইন শা আল্লাহ্ আগামী পর্ব থেকে কিছু ঘটনা কবরের সাওয়াব সম্পর্কে বর্ণনা করা হবে।

হে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিরা শিক্ষা গ্রহণ কর (পঞ্চম পর্ব)

(কবরের আযাব ও সাওয়াব সংক্রান্ত কতিপয় শিক্ষামূলক ঘটনা)

পঞ্চম পর্বঃ

কবরের সু-ঘ্রাণঃ ডাঃ সাইয়্যেদ যাহেদ আলী বর্ণনা করেন যে, মাউনইউনিটের সময়কালে, রাতুরডের জেলার লারকানায় মেডিকেল অফিসার হিসেবে আমি কর্মরত ছিলাম, একদিন এক পুলিশ কর্মকর্তা কিছু কাগজ নিয়ে আসল, সোলসারজের জেলার সমস্ত মেডিকেলসমূহ আমার পরিচালনাধীন ছিল, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কবর প্রশস্ত করার জন্য বোর্ড গঠন করেছেন, ডাঃ মুহাম্মদ শফী সাহেবের সাথে আমিও ছিলাম। কবরস্থানটি রাতোডয়ের থেকে দুই মাইল দূরে এক গ্রামে অবস্থিত ছিল, পুলিশের কাগজপত্রের মাধ্যমে জানা গেল যে এটা এক মহিলার কবর ছিল। যা প্রায় দুই মাস আগে দাফন করা হয়েছে। তাঁর স্বামী তাকে এ কারণে হত্যা করেছে যে, অন্য কোন পুরুষের সাথে তাঁর অবৈধ সম্পর্ক ছিল। নির্দিষ্ট দিনে আমি ঐ গ্রামের এক গৃহে এসে উপস্থিত হলাম। পুলিশ বাহিনীও চলে এসেছিল, গৃহকর্তার ঐকান্তিক দাবী ছিল যে চা পান করে বের হতে হবে। এদিকে পুলিশ কবরস্থানে পৌঁছে গেছে। যখন চা নিয়ে আসল তখন দেখা গেল যে, এ মহিলা আল্লাহভীরু ছিল, যার বয়স হয়েছিল প্রায় ২৭ বছর, নামায রোযার পাবন্দ ছিল। বিয়ের পাঁচ বছর অতিক্রম হয়েছে কিন্তু কোন সন্তান হয় নি।

ইতিমধ্যে অন্য কোন মহিলার সাথে স্বামীর সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, আর সে চাচ্ছিল এ মহিলাকে রাস্তা থেকে সরাতে, তাই তাকে মিথ্যা অপবাদ দিল যে, অমুকের সাথে তোমার অবৈধ সম্পর্ক আছে, তাকে প্রতিদিন মারধর করত, যে ব্যক্তির সাথে অবৈধ সম্পর্কের অপবাদ দেয়া হয়েছে সে এ মহিলার বাপেরও বড় ছিল। একদিন সকালে এ মহিলাকে বিছানায় মৃত অবস্থায় পাওয়া গেল। যত মুখ তত কথা, বিভিন্ন জন বিভিন্ন কথা বলছিল, কিন্তু অবস্থাদৃষ্টে বুঝা যাচ্ছিল যে, মহিলা নির্দোষ ছিল। কবর খুঁড়া সকলের পক্ষে সম্ভব নয়, আমরা ডাঃ আমাদের কাছে এটা স্বাভাবিক বিষয়, কবরের ভিতরের অবস্থা, লাশের পরিণতি বড় বড় অন্তর দিয়ে দেখা যায় না। আমি (লেখক) প্রায় একশ কবর খুঁড়েছি কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট বা পুলিশ কাছে আসতে পারে নাই। তারা ডিউটিতে ঠিকই থাকে, কিন্তু কিছু একটা করেই দূরে সরে পড়ে। ঐ দিন কবর খুঁড়ার দায়িত্বশীলরা তাদের অভ্যাস মোতাবেক কবর খুঁড়ছিল, মাটি সরাচ্ছিল। আমরা মাথার পার্শ্বে দাঁড়িয়ে ছিলাম,

আগত ঘটনাবলী আতরের ঘ্রাণ বের হত লাগল, যেন আমরা কোন চামেলী বাগানে অবস্থান করছিলাম। আমি কবরের দিকে ঝুঁকে দেখলাম যে, দাফন করার সময় কেউ কোন ফুল রেখে দিয়েছিল কিনা। মূলত এটা শুধু আমার মনের ধারণাই ছিল। যদিও ফুল রাখা হয়ে থাকে কিন্তু মৃতদেহ থেকে যে ঘ্রাণ আসছিল তা ফুলের চেয়েও অধিক সুগন্ধময় ছিল। পুলিশরা বলল যে এ চিন্তা আমরাও করছিলাম, কিন্তু যখন লাশ বের করা হল, তখন সুগন্ধিতে দেহ মন সুরবিথ হয়ে গেল, এমনকি দূর দূরান্ত পর্যন্ত সুঘ্রাণ ছড়িয়ে পড়ল।

ম্যাজিস্ট্রেটও উঠে কাছে চলে আসল। ওখানে পুলিশ না থাকলে বিরাট মজমা জমে যেত। ডাঃ শফী বললঃ মৃতদেহের সুঘ্রাণ পেয়ে মনে হচ্ছে আমরা জান্নাতের বাগানে বসে আছি। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ, বলতে বলতে তাঁর যবান ক্লান্ত হয়ে আসছিল। লাশটি সম্পূর্ণ তরতাজা ছিল। চেহারা অত্যন্ত উজ্জ্বল ছিল। মনে হচ্ছিল যে, মৃতা আরামে ঘুমাচ্ছে, পুলিশরা বলতে লাগল আল্লাহর ইচ্ছা, একথা প্রমাণিত হয়ে গেছে যে, মৃতাকে মিথ্যা অপবাদ দেয়া হয়েছিল। আমি একটু পিছনে সরাতেই পুলিশ কর্মকর্তাও পিছনে চলে আসল, তাকে পোস্ট মরটেম করতে আমাদের মন চাচ্ছিলনা। ইতোমধ্যে তাঁর স্বামী (হত্যাকারী)- যে স্ত্রীকে হত্যার পর পলাতক ছিল সে অজ্ঞাত স্থান থেকে চিল্লাতে চিল্লাতে চলে আসল এবং পুলিশকে বলতে লাগল যে, আমাকে গ্রেফতার কর, আমার স্ত্রী নির্দোষ ছিল, তাকে মিথ্যা অপবাদ দেয়া হয়েছে। পুলিশ ও ম্যাজিস্ট্রেট সেখানেই ছিল, তাঁর জবানবন্দী নেয়া হল, যেখানে সে তাঁর অপরাধের কথা স্বীকার করল। তাই আর পোস্ট মরটেম করা হলনা।

হে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিরা শিক্ষা গ্রহণ কর (ষষ্ঠ পর্ব)

ষষ্ঠ পর্বঃ

মৃতদেহ থেকে সুগন্ধি

আমার (লেখকের) মরহুম দাদা নূর এলাহীর ছোট ভাই হাফেজ আঃ হাই (রাহিঃ) অত্যন্ত আল্লাহভীরু লোক ছিল, প্রায় ৯০ বছর বয়স পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন, জীবনভর কিতাব ও সুন্নাতের দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ করেছেন। হালাল উপার্জনের প্রতি এত খেয়াল রাখতেন যে, একদা লাহোর থেকে স্বীয় গ্রাম মান্ডেওয়ার বার্টেন থেকে শাইখুপুরা জেলায় আসছিলেন, পকেটে পয়সা ছিলনা, ট্রেনে চেপে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে গেলেন, স্টেশনে কারো কাছ থেকে টাকা ধার করে মান্ডেওয়ার বার্টেন থেকে শাইখুপুরার একটি টিকেট কিনে তা ওখানেই ছিঁড়ে ফেলে দিলেন, যাতে করে সরকারের পাওনা সরকার পেয়ে যায়। কুরআন তেলাওয়াতে এত আকর্ষণ ছিল যে, কোথাও যেতে হলে পায়ে হেটে যাওয়াকে যানবাহনে করে যাওয়া থেকে এজন্য পাধান্য দিতেন যে, পায়ে হেটে গেলে অধিক তেলাওয়াত করা। আল্লাহর সাথে সম্পর্কের দৃঢ় বন্ধন এত গভীর ছিল যে, তিনি হৃদ রোগী ছিলেন,

একদা তাঁর খুব ব্যথা শুরু হল,ঘরের লোকেরা কান্নাকাটি করতে লাগল, তাঁর অবস্থা যখন একটু ভাল হল

তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন যে, তোমরা কেন কাঁদছিলে? তারা বললঃ আমরা মনে করেছিলাম যে, এই বুঝি আপনার শেষ সময়। তিনি বললেনঃ এতে চিন্তার কি আছে, আমি আমার বন্ধুর কাছে যাচ্ছিলাম, কোন শত্রুর কাছে যাচ্ছিলাম না। মরহুমের ছেলে শাইখুল হাদীস আল্লামা আব্দুস সালাম কীলানী, মদীনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করেছেন, তিনি বলেনঃ দাফনের সময় তাঁর শরীর থেকে এত সুগন্ধি বের হচ্ছিল যে, উপস্থিত সমস্ত লোকদের শরীর সুগন্ধময় হয়ে গেল। কোন কোন লোকের ধারণা ছিল যে, হয়ত কেউ কবরে সুগন্ধি ঢেলে দিয়েছে, মূলত তা ছিলনা।

কবরে আলো

সোহাদরা জেলার গুজরা নাওয়ালা শহরের প্রসিদ্ধ আলেম, মাওলানা হাফেজ মোঃঃ ইউসুফ (রাহিঃ) বলেনঃ এক রাতে আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। প্রায় একটার সময় কিছু লোক এসে দরজায় নক করল, আমি দরজা খুললাম, তখন তারা বললঃ যে আমাদের এক কাছের আত্মীয় মারা গেছে, অসুস্থতার কারণে লাশ দীর্ঘ সময় দাফন কাফনের বাকী রাখা সম্ভব নয়। তাই এখনই আমরা জানাযার নামায পড়িয়ে দিলাম। কবর খননকারীরা দাফনের জন্য কবর প্রস্তুত করতে লাগল, হঠাৎ করে পার্শ্বের কবর খুলে গিয়ে তা থেকে আলো আসতে শুরু করল, যেন সূর্য মাথার উপর আছে, আমি পরামর্শ দিলাম যে, দ্রুত ঐ কবরের দেয়াল ঠিক করে দিন, কেননা আল্লাহর কোন নেক বান্দা আরাম করছে, তারা ঐ কবরের দেয়াল ঠিক করে দিল এবং পার্শ্বের কবরে এ মৃতকে দাফন করল।